দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 04 JAN 1987
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ৩

3

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক শিক্ষার সংকট

দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমেই সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। কোথাও স্কুল ভবন নেই, আবার কোথাও স্কুল ভবন থাকলেও সেখানে আসবাবপত্র নেই—আবার কোথাও বা প্রয়োজনীয় শিক্ষকেরই অভাব। কোমলমতি শিক্ষার্থীরা কোথাও ভাঙ্গা ঘরে নড়বড়ে বেঞ্চে বসে। কোথাও বেঞ্চের অভাবে মাদুর বিছিয়ে তাদের প্রাথমিক স্কুল জীবনের এই বিদ্যার্জনের প্রয়াস চালাতে হয়। এর সঙ্গে আছে পাঠ্য বইয়ের অভাব এবং কাগজ, কলম, কালি, পেন্সিল প্রভৃতির চড়া দাম। বিংশ শতাব্দির এই আশির দশকেও কাগজের অভাবে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের কোথাও কোথাও কলাপাতা ব্যবহার করতে হয় বলেও শুনা যায়।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষাবিস্তারের অনেক ভালো ভালো কথাই শুনা যায়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা যে কতটা হতাসাব্যঞ্জক আলোচ্য পরিস্থিতেই তার প্রমাণ। দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি নিয়ে কেউ কেউ আত্মপ্রসাদ লাভেরও চেষ্টা করেন।

কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে শতকরা ২২ জনের এই শিক্ষিতের হার মোটেই শিক্ষার হার বৃদ্ধির নয়। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় চিন্তা-ভাবনা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকলে জরাজীর্ণ স্কুল ভবন, আসবাবপত্রের অপ্রতুলতা, শিক্ষকের অভাব, পাঠ্য বইয়ের দুষ্প্রাপ্যতা ও কাগজ-কালির মূল্য বৃদ্ধি প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে এভাবে সমস্যা পীড়িত করে তুলতে পারতো না।

শহরাঞ্চলে কিণ্ডার গার্টেন স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি ও ছাত্র-ছাত্রীর চাপ, অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক স্কুল তথা প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার এই হাল আর যাই হোক দেশের শিক্ষাজীবনকে সামগ্রিকভাবে সমৃদ্ধ করবে বলে মনে হয় না। প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে নতুন করে কিছু আলোচনা করা নিস্প্রয়োজন। উন্নত শিক্ষার জন্য উন্নত প্রাথমিক শিক্ষা অপরিহার্য।

কিন্তু সেই প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা যদি এভাবে সমস্যাও সংকটের আবর্তে বিপন্ন ও পিষ্ট হতে থাকে, তাহলে আমাদের মতো শিক্ষার অনগ্রসর একটি দেশে তা হবে নিতান্তই দুঃখের ও পরিতাপের বিষয়। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার এই সমস্যাসমূহ দূর করার জন্য তাই অবিলম্বে উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক।

—মোজহারুল হক (বাবুল)